তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫২৯

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- টিম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিজিএমইএ-এর পরিচালক আব্দুল্লাহ হীল রাকিব এবং ইষ্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পারভেজ করিম আব্বাসী।

তারিখ- ১৭-০৬-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ দর্শক দেশে কোভিড পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ভাবে খারাপের দিকে যাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকার জেলাগুলোতে এবং সেটি সেই সব জেলা থেকে আরো অন্যান্য জেলা বা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। মৃতের সংখ্যা বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা শতকরা হিসেবে যে পরিমাণ আক্রান্তের সেটি বাড়তে শুরু করেছে। এবং কোভিড থেকে রক্ষা পাওয়ার যে রক্ষাকবচ হিসেবে ভ্যাকসিন কে বিবেচনা করা হতো সেই ভ্যাকসিন নিয়েও বাংলাদেশ এক গভীর সংকটে আছে। এই সংকট এখন ভ্যাকসিন কে কেন্দ্র করে যে বাংলাদেশের এখন সঙ্কট সেটি নয় এর বাইরেও নানা রকম ভূরাজনৈতিক সংকট বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে। যার দীর্ঘদিনের চীন এবং ভারতের মধ্যে যে ভারসাম্য রক্ষার যে রাজনীতি বা বৈদেশিক নীতি সেটি এখন খুব একটা সুফল বয়ে আনছে বলে মনে হচ্ছে না বরং অনেকক্ষেত্রেই এখন অনেক বড় সংকট তৈরি করবে বলেই অনেকে মনে করছেন। এবং সেইসঙ্গে এবং সেইসঙ্গে দেশের আগামী অর্থবছরে বাজেট যেটি সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে সেটি নিয়ে নানা রকম প্রতিক্রিয়া জনমনে রয়েছে। অনেকে মনে করেন এই বাজেটি আশলে শুধুমাত্র উপরতলার ব্যবসায়ী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বাজেট। এটি এখন সাধারণ মানুষের বাজেট নয়। পিছিয়ে পড়া মানুষের এখানে কোন সুযোগ বা সুবিধা এখানে দেওয়া হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন না। মূলত এই সব বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবার চেষ্টা করব আর আলোচনা করবার জন্য আমার বায়ে বসা আছেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স

অ্যাসোসিয়েশন বিজিএমইএর নবনির্বাচিত পরিচালকআব্দুল্লাহ হীল রাকিব এবং আমার ডানে রয়েছেন ভু-অর্থনীতির শেকড় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক পারভেজ করিম আব্বাসী। স্বাগতম আপনাদের দু'জনকেই তৃতীয় মাত্রায়। মি.আব্দুল্লাহ হীল রাকিব আপনার কাছ থেকে কোভিড পরিস্থিতি আসলে কি মনে হচ্ছে বাংলাদেশে এবং জীবন-জীবিকার মধ্যে নতুন একটা সমন্বয় সাধনা একটা চেষ্টায জীবন ও রক্ষা পাচ্ছেনা। এবং জীবিকার সংকটও আছে এবং সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যখন জীবিকার প্রশ্নটিই অ্যাড্রেস করতে শুরু করেছে। শুরু থেকে আরএমজি সেক্টর কে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। তো সবমিলিয়েই অনেকেই মনে করছেন সংকটটা থেকে আসলে বেরোতে বাংলাদেশ পারছে না। আপনাদের দাবি-দাওয়া এখনো আছে। অনেক দাবি পূরণ করা হয়েছে। সব মিলে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে কোভিড পরিস্থিতি কি? কি রকম মনে হচ্ছে কেমন দেখছেন আপনারা?

আব্দুল্লাহ হীল রাকিবঃ ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই। আমাদের কোভিদের এখনের বর্তমান পরিস্থিতি আসলে আনসার টেন। আমরা যারা ঢাকায় বসবাস করছি আমরা শুনেছি যে পেরিফেরিয়াল এরিয়াতে ইনফেকশন কিছুটা বেড়েছে। এখন অফকোর্স সরকার চেষ্টা করছে সেটাকে লকডাউনের মাধ্যমে এবং ফেসিলিটি গুলোকে এনসার করে মেডিকেল ফ্যাসিলিটি, অক্সিজেন ফ্লও, আইফ্লও অক্সিজেন বা যতটুক সাপোর্ট দেওয়ার। প্রাইভেটলি অনেক অরগানাইজেশন এগিয়ে এসেছে আজকে আমাদের কোম্পানি সাতক্ষীরায় একটা উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে প্রায় চল্লিশটা বেড এক্সটেন্ড সাপোর্ট দিলাম বিকজ ওখানে নাম্বার অফ ডেট গুলো শর্টেজ ছিল।

জিল্লুর রহমানঃটিম গ্রুপ থেকে?

আব্দুল্লাহ হীল রাকিবঃ টিম গ্রুপ থেকে। তোকেই ধরনের আমি সিওর অনেকেই এগিয়ে আসছেন। আসলে এই যে একটা চ্যালেঞ্জ এটা খুবই আনসার টেন এটার জন্য আমরা কেউই প্রিপেয়ার ছিলাম না। দেন এগেইন কম্পেয়ার টুঁ ইন্ডিয়া অর আদার কনট্রিজ আমি বলব সোফার গভারমেন্ট বলেন,প্রাইভেট লেভেল বলেন সবাই সাকসেসফুলি মোকাবেলা করতে পেরেছে অফকোর্স স্বাস্থ্যখাতে বেশ কিছু অনিয়মের' একটা অভিযোগ আছে। এটা হয়তো বা অ্যাট লার্জ কিছুটা আউট অফ কন্ট্রোলও দেন এগেইন এই মুহূর্তে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি সেই পার্সপেক্টিভ আমি বলব যে এখন পর্যন্ত সংক্রমণের হার ঢাকায় খুব একটা

লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বিকজ আমাদের যে পিসিআর ল্যাবগুলো আছে যেগুলোতে আমরা ওয়ার্কারদের টেস্ট করি সেটার পার্সেন্টেজ এক পার্সেন্টেরও নিচে।

জিল্লুর রহমানঃ এটা খুবই আশাপ্রদ যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো যেভাবে শুরুর দিক থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে সেখানে সংক্রমণ সেই অর্থে হয়নি বা বড় কোন ক্যাজুয়ালিটি খবর আমরা পাইনি। এই জায়গাটা আপনার কিভাবে নিয়ন্ত্রন করলেন জানি আমরা গার্মেন্ট সেক্টর নিয়ে অনেক রকমের সমালোচনা আছে সেই আলোচনা সরকারের সুবিধা আপনারা যান ও বেশি পান বেশি। আবার আপনাদের কে ঘিরে বাংলাদেশে অনেক রকমের অর্জনও আছে সম্প্রতিকালে কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন আপনারা। সব মিলে একটু শুনতে চাই যে এই সেক্টর এবং প্র্যাকটিক্যালি এখন সেক্টর অবস্থাটা কি?

আব্দুল্লাহ হীল রাকিবঃ গত বছর যখন বন্ধ করে দেওয়া হল এবং খোলা হল অনেক মিডিয়াতে অনেক কথাবার্তা হয়েছে আমরা প্রেসারে ছিলাম। ওই সময় আমাদের সরকার এবং মালিকের যে একটা রেসিলিয়েন্ট অ্যাটিটিউড ছিল সেটা কিন্তু আজকে এই ফলাফল টাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইকোনমি যদি ওই সময় স্থবির হয়ে যেত কমপ্লিটলি তাহলে আমাদের যে অফকোর্স এক্সপোর্ট কিছুটা ড্রপ করেছে দেন এগেইন এটাও থাকত না। গ্লোবাল মার্কেট একবার চলে গেলে ওই মার্কেটটা ফিরিয়ে আনা খুবই ডিফিকাল্ট। ওই পার্সপেক্টিভে আমাদের সিদ্ধান্তগুলো সঠিক ছিল পরবর্তীতে প্রমাণ হয়েছে এবং গত সপ্তাহে এক জায়গায় আমাদের ডিজি হেলথ রেফারেন্স দিচ্ছিল যে, লুক আট গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি তারা কিভাবে এত লোককে সুন্দরভাবে সবগুলো স্টেপ ফলো করে ফ্যাক্টরিগুলো পরিচালনা করছে। যেখানে সংক্রমণ হচ্ছে না এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্কার সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। এটা আসলে আমাদের জন্য গর্বের এখন এটাকে আসলে এক্সাম্পল আকারে দেখানো হচ্ছে। একই সাথে আপনি যদি দেখেন যে টোটাল কভিড মোকাবেলায় ফ্যাক্টরিগুলো নিজস্ব ইনিশিয়েটিভে যে ব্যবস্থাগুলো নিয়েছে। তাদের ওয়ার্কারদের স্বাস্থ্যসেবা বা তাদের সাপোর্ট সে ব্যাপারে অনেক ছোট ছোট গল্প রয়েছে সেগুলো শোনার মত। সেগুলো যদি আমরা মিডিয়াকে আমরা এনকারেজ করি গল্পগুলো তুলে ধরার সোডেট এগুলো আসলে এক্সাম্পল আকারে ন্যাশনালি বা ইন্টারন্যাশনালি বললে আমাদের যে ব্র্যান্ডিং সেটা আরো বেটা পর্যায়ে যাবে। আর রিসেন্ট যে অ্যাওয়ার্ড আমরা পেলাম ইউএস জিবি থেকে এবং ইথিক্যাল প্র্যাকটিসে আমরা ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড পজিশনে আসলাম গ্লোবাল ইয়াতে। এই দুটোই কিন্তু আমাদের বেঞ্চমার্ক হয়ে গেল। এটা আমাদের জন্য একটা রেকোগ্নিজেশন সে রানা প্লাজার দুর্ঘটনা হওয়ার পর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি মালিকের যে রিয়েলাইজেশন ছিল যে আমাদের ওয়ার্কারদের ওয়ার্কিং

প্লাসের হেলথ এন্ড সেফটি কন্ট্রোলে সেখানে আমরা মেসিভ আমাদের চিন্তা ধারায় চেইঞ্জ আমরা নিয়ে আসছি। এটা আমি বলবো যে কিছুটা চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমাদের এইযে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ইনভেসমেন্ট এটা আসলে একমাত্র বুকে ওরকম সাহস নিয়ে নামাতে সম্ভব হয়েছে অফকোর্স একোর্ডিং ইনিশিয়েটিভ অনলাইন ইনিশিয়েটিভ অলসো গেভ লট মোর প্রেসার। পি এন ডি সি কোড যে চেঞ্জ গুলো এসেছে তাতে করে ইনভেস্টমেন্টে নতুন ইনভেসমেন্টটা আমাদের জন্য বেশ এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে ফর মিড লেভেল ফ্যাক্টরিস বাট ডেন এগেইন এটা আমাদেরকে একটা গ্লোবাল পজিশনে নিয়ে আসলো। ইউ এস জি বি যে ওয়ার্ডটা বিজিএমইএ কে দিল এস এন ইনস্টিটিউশন এটাও আসলে আমাদের জন্য এনকারেজ হয়ে থাকবে। অফকোর্স এটা একটা গ্লোবাল পজিশনিং যে নাও দা লিডার অফ গৌওস ইনিশিয়েটিভ এবং গ্রীন কনসেপ্টটা আসলে ইট ইজ আ কমিটমেন্ট টু আওয়ার সোসাইটি, নেচার এন্ড ফর আওয়ার ফিউচার জেনারেশন। আমরা এখানে বলছি রিডিউস, রিসাইকেল আ আ …

জিল্লুর রহমানঃ রিইউস

আব্দুল্লাহ হীল রাকিবঃ রিইউস, রিসাইকেল এন্ড রিডিউস। আমরা এনার্জি বলতে পাওয়ারকে সোলার কে ইউটিলাইজ করছি। আমরা কার্বন ফুটপৃন্ট কামাচ্ছি। আমরা ন্যাচারাল ওয়াটার ইউজ করছি। হারভেস্টিং করে রেইন ওয়াটার দিয়ে আমরা কাজ করছি। সেই ইনিশিয়েটিভ গুলো যখন আরো বড় ফ্যাক্টরিতে শুরু হয়ে যাবে। ৫০০ বড় ফ্যাক্টরিতে শুরু হয়ে যাবে যেটা কিনা ইউএসজিবির রিপোর্ট অনুযায়ী আরো সাড়ে ৪০০ থেকে পনে ৫০০ ফ্যাক্টরি আসছে সো দিস ইজ এ হিউজ কমিটমেন্ট নট অনলি ফর আওয়ার বিজনেস বাট অলসো ফর আওয়ার ফিউচার জেনারেশন। ইউ আর ট্রায়িং টু বি রেস্পন্সাইবেল ফর আওয়ার ইকোসিস্টেম। উই উইল ট্রাই টু পুট ইট এস আ কালচার। আমরা এটাকে কালচার আকারের ৩৬০ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে যখন এটা আমরা প্র্যাকটিস করবো কি ওয়ার্কার কি স্টাফ, কি ম্যানেজমেন্ট সবাই এই কমিটমেন্ট এর মধ্যে চলে আসবো। এই প্র্যাকটিস যখন হবে এটা কিন্তু আমার অফিস বা ফ্যাক্টরি থেকে বাসায় গিয়ে প্র্যাকটিসটা হবে। যে পানি কম খরচ করা, অপচয় না করা, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের জন্য কালচারালি ডেভলপ হলে ইভেন্টচুয়ালি এটা কস্ট অপটিমাইজেশন বলেন আর সেভিংস ফর দা ফিউচার জেনারেশন বলেন হেল্প করবে।

জিল্লুর রহমানঃ মি.পারভেজ করিম আব্বাসী কি মনে হচ্ছে কোভিড পরিস্থিতি মধ্যে এবং ভ্যাকসিন নিয়ে তো বাংলাদেশ একটা সংকটের মধ্যে আছে। আমি ভূ-রাজনীতির কথা বলছিলাম যে কোথায় যেন বাংলাদেশে এসে আটকে গেছে। গত কয়েক বছর ধরে স্মার্টলি ম্যানেজ করতে করতে করতে এখন এসে এটি টিকায়ও প্রতিফলন হচ্ছে অন্যান্য প্রযুক্তিতে প্রতিফলিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে কোভিড এবং কোভিড মিলিয়ে যদি আলোচনা করেন এবং আরএমজি সেক্টর তার সম্ভাবনা এবং শংকার জায়গা কোনটি আছে সেটিও যদি এই রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনার জায়গায় নিয়ে আসতে পারেন।

পারভেজ করিম আব্বাসীঃ ভাই তো এখানে খুব ভাল করেই গার্মেন্ট সেক্টর আমরা কার্যাবলী রেডিমেড গার্মেন্টস এটা রেজিলিয়েন্স সো রেসিলিয়েন্স বলতে আমরা যেটা বলি এটা হচ্ছে যে যত ধরনের আপনার যে দুর্যোগের মধ্যে বলুন, চ্যালেঞ্জের মধ্যে বলুন আরএমজি সেক্টরে যারা ব্যবসায়ীর আছে, যারা শ্রমিকরা আছে তারা হচ্ছে নতুন নতুন ভাবে সমস্যা এটাকে ট্যাকেল করার জন্য এবং নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে সো এখানে একটা ইনোভেটিভ নেস আছে। অবিয়েসলি এটা একটা আশার ব্যাপার। কিন্তু শুধুমাত্র রেডিমেড গার্মেন্টস দিয়ে তো শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতি চলবে না। তার জন্য আমাদের বাজেটের মাত্রাটা হচ্ছে অনেক বড়। এখন বাজেটের হচ্ছে ৫০ তম বাজেট যেটা পার হল এরমধ্যে ৪.৩% জিডিপির মতো অ্যালোকেশন আছে স্টিমুলেশের মতো এক অর্থে নয় আরেক অর্থে। সমস্যা হয়ে গেছে তিন-চারটা জিল্লুর ভাই আপনি যেহেতু ভূ-রাজনৈতিক দিকে নিয়ে গেছেন আমি ওই দিকেই বলি। ভূ-রাজনীতির একটা টেনশন যেটা আছে জিও -পলিটিক্যাল প্রবলেম সেটা তো ট্রাম্পের আমলে আগে থেকেই হচ্ছিল এখন এটা সরাসরি রাগঢাগের কোনো নাই। এটা হচ্ছে এখন চীন রাশিয়া একখানে, ইরাককেও বলতে পারেন মূলত চীন। চীন একদিকে আর যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের বেশ কিছু দেশ তারা হচ্ছে অপজিট ক্যানভাসে চলে আসে। এবং এটা হচ্ছে অস্তিত্বের একটা স্ট্রাগল হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে তার সর্বময় কর্তৃত্বটা ধরে রাখতে চায়। চায়না হচ্ছে নাম্বার ওয়ান পজিশন টাকে পেতে চায়। এটা হচ্ছে সময়ের ব্যাপার এবং এখন যেটা হয়েছে যে যখন যুক্তরাষ্ট্র বলে যে মানবাধিকার বলেন বা এনভারমেন্টাল চেঞ্জে, ইনভারমেন্টাল পলিউশন ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে বলে বা ট্রান্সফারেন্সি নিয়ে বলে চায়না মনে করে যে সমালোচনার তীরটা আসলে তাদের দিকেই ধেয়ে আসছে। বি আর আই প্রজেক্ট নিয়ে তারপর ওদের যে ডেট সাস্টেনিবিলিটি এগুলো নিয়ে তো শোনাই যাচ্ছে। এটা তো আগে থেকেই ছিল এখন বেড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে কোভিড ১৯ এবং এখন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এসে হাজার নয় কিন্তু ধারণা করা হয়েছিল চিনের ব্যাপারে

একটু নমনীয় হবে দেখা গেছে যে ট্রাম্প এর চেয়ে আরো আগ্রেসিভ এবং এখন তিনি একটি ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছে যে কোভিড আসলে কোথা থেকে অরিজিনাল করা হচ্ছে। এটা কি আসলেই উহান থেকে এসেছে কিনা এবং চীন এটাতে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছে। এবং দে আর স্ট্রাইকিং আউট বিপদ হচ্ছে কি এই কিছুদিন আগে জি-৭ নের এখানে একটা বড় একটা মিটিং হল এবং ইন্ডিয়াকে খুব ঘটা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এখানে এবং তারা এখন বলছে যে যুক্তরাষ্ট্র এখন অবকাঠামোগত বিনিয়োগের ব্যাপারে তারা তাদের একটা অ্যালায়েন্স করবে। এগুলো তো আছেই এক এ তো হচ্ছে ভারত আর চীনের মধ্যে অনেকদিন ধরেই তো এক ধরনের একটা টেনশন ছিল। এখানে আছে আবার যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে। বিপদ থেকে আমরা মনে করেছিলাম যে আমরা নিউট্রালিতিতে থাকব, মোটামুটি প্রত্যেকটা দেশের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবো এবং আমাদের হচ্ছে যে এই যে টেনশন টা এর মধ্যে আমাদের কো ল্যাটারাল ড্যামেজটা হবে না। কিন্তু কোল্যাটারাল ড্যামেজটার কিছু আলামত আমরা পাওয়া শুরু করে গেছি । প্রথমত ভ্যাকসিনের তো আপনি অন্য ভাবে বললেন যে ইন্ডিয়া থেকে ওদের নিজেদের অবস্থায় খারাপ, ওরা বলছেন যে ভ্যাকসিন ইত্যাদি আগে ওদেরকে করতে হবে। তো এখানে হচ্ছে যে দুই পক্ষে আমাদের এক ধরনের ভাষ্য। ইন্ডিয়ানদের আরেক ধরনের ভাষ্য। ওটা একটা কিন্তু আমরা কিন্তু ওদের উপর ভ্যাকসিন পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম এখন চায়না থেকে আনতে চেয়েছিলাম সিনো-ভ্যাক্স আবার ওখানেও একটা বিপত্তি হয়েছে। আবার হচ্ছে যে রাশিয়া থেকে স্পুটনিক' হবে কোপ্রোডাকশন হবে, আবার এস্ট্রোজেনেকা থেকে ইউকেতে আমরা এখন কী করবো। এখন আমাদের এতগুলো লোককে যদি ভ্যাক্সিনেশন দিতে হয় টিকা দিতে হয় আমাদের তো লাগবে। আমরা এক ধরনের অস্থিতিশীলতার মধ্যে আছি, চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটা। দুই আমরা এখন কিছুদিন আগে চিনা অ্যাম্বাসেডর এটা পুরানো কথা হঠাৎ করে এখানে কোয়াড নিয়ে এলো। এটা হচ্ছে কি স্বভাব সিদ্ধ না। এখন চাইনিজরা কিন্তু অনেক বেশী সেনসিটিভ হয়ে গেছে ক্রিটিসিজম এর প্রতি ওরা কিন্তু ওদের অবস্থান স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছে যে ইন্দ প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির ব্যাপারে, কোয়াডের এখানে যান ওদের সাথে আমাদের যে বায়লেটার রিলেশনশিপ হুমকির মুখে। পরে বলা হয়েছে ট্রান্সলেশন ইত্যাদি ইত্যাদি ওটা অন্য জিনিস। সাম্প্রতিক কালে এটা চিন্তার বিষয় আমি জানিনা কতদূর হবে আমরা শুনলাম যে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার রেলওয়ে যেখানে বিনিয়োগ চায়না করবে। প্রেসিডেন্ট শি জিং পিং ২০১৭ সালে করেছিলেন। এখানে সিলেট থেকে যে চলে যাবে হাওড়া, আর এখানে হচ্ছে ঈশ্বরদী থেকে চলে আসবে আপনার জয়দেবপুর। এই দুইটা প্রজেক্টে ওদের ইনভেস্ট করার কথা ছিল। চাইনিজ এখন পুলআউট করেছে এখন হতে পারে ওরা

বলছে যে ফিজিবিলিটি এখানে হয়নাই হতে পারে। ফিজিবিলিটি হয় নাই তাই বিনিয়োগ করে নাই কিন্তু এখন আপনি দেখেন চাইনিজ অ্যাম্বাসিডর বলুন,বা চিনার বিনিয়োগ

জিল্লুর রহমানঃ মিলালে কিন্তু অন্য…

পারভেজ করিম আব্বাসীঃ এখন আমাদের কাছে সব ইনফরমেশন নেই। আমরা শোনা যাচ্ছে জাপানের সাথে আমরা ইংরেজ করার চেষ্টা করছি কারণ এটা করতে। এটাতো ঠিক এবং

জিল্লুর রহমানঃসেটা আবার ইউনিয়ন ফরেস্ট মিনিস্টার বাংলাদেশ এসে বলে গেলেন যে জাপানের সঙ্গে …

পারভেজ করিম আব্বাসীঃজি এটা। জাপান হচ্ছে কোয়াডের একটা কি মেম্বার। অবকাঠামোতে বিনিয়োগের ব্যাপারে চায়নায় কিন্তু অনেকদিন ধরে একটা ইঞ্জিনের মত। ইঞ্জিনের গ্রোথ ভালো এবং এটাকে ব্যালেন্স করার সব সময় ভালো। একটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড অন হয় না ভ্যাকসিন থেকেও বুঝতে পারলাম, পেঁয়াজ থেকেও বুঝতে পারলাম। এখন হচ্ছে এই অবকাঠামো বিনিয়োগের ইয়ে করা হচ্ছে। কিন্তু শ্রীলংকা বলেন এবং আপনার প্রোগ্রামের বহুবার বলেছি শ্রীলংকা বলেন বলেন বাংলাদেশ বলেন সব যে দেশগুলো আছে যারা কোন একটা ক্যাম্পে নাই । প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু একটা ভূরাজনৈতিক চাপটা আসে এবং ভূ-রাজনৈতিক চাপের একটা প্রভাব হলো ভূ-অর্থনৈতিক কিভাবে। জিও ইকনমি পলিসির ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারছি এখানে চায়নার বিআরআই এখানে একভাবে না একভাবে কাউন্টার করে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্রেটিজি দাঁড়াচ্ছে। একজন একজনও অবকাঠামো বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য বা ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ভ্যাকসিন এগুলো নিয়ে কিন্তু এক ধরনের এখানে কম্পিটিশন হবে। এবং এটা বলব যে দিস ইজ আ আনসার টেন টাইম। এবং তার সাথে সাথে আরও খারাপ হতো সারা বিশ্বের জন্য যে কোভিড দ১৯ কতদিন থাকবে। এই মহামারী টা কতদিন থাকবে এটা তোকে ঠিক করে বলতে পারছেনা। যুক্তরাষ্ট্রে আমরা শুনেছি ভ্যাকসিনেশন করে ফেলেছে কিন্তু আমরা এখন শুনছি যে ক্যালিফোর্নিয়া এবং অন্যান্য জায়গায় আবার এখানে কোভিড ১৯-এ মানুষ মারা যাচ্ছে। সো এখন নতুন নতুন ভেরিয়েন্ট আসছে। ডেল্টা ভেরিয়েন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি, সাউথ আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্ট ব্রাজিলিয়ান ভারিয়ান্ট। সো এই টিকাগুলো কতদিন পর্যন্ত প্রোডাকশন হবে এটা কি আমরা কি পেইড এন্ড রাইট টা থাকবে নাকি না। এবং অর্থনীতি অবস্থা উনি এখানে বললেন যে বিশ্ব অর্থনীতি অবস্থা কিন্তু ভঙ্গুর। এবং

সব দেশই এখন চাইবে যে নিজের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিটাকে সূচালো করার জন্য। আমাদের রপ্তানি টা কি হবে আমরা এই অবস্থার মধ্যে রাখবো। এক বছর সরকার স্টিমুলাস দিবে দুই বছর স্টিমুলাস দিবে কত বছর ধরে স্টিমুলাস দিবে। এটা কিন্তু আমাদের রিসোর্সটা লিমিটেড। এটাতে আমেরিকা মতন না যে বিলিয়নস অফ ডলার আমরা মার্কেটে প্রত্যেক বছর দিতে পারব। আমাদের সীমিত সম্পদের আমাদের এচিভমেন্ট আছে। অর্জন আছে। এখন আমাদের ২২৮৭ ডলার হচ্ছে মাথাপিছু আয়। আমরা অনেক কিছু করে আসছি। অনেক দেশের চেয়ে আমরা এগিয়ে আছি। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের রপ্তানি যেটা রেমিটেন্স বলেন। রেমিটেন্স কিন্তু বাড়ছে। আমাদের যেসব লোকেরা বাজারে যাচ্ছে তাদের যাওয়া কমে গেছে প্রায় ৫০ ভাগ। তার মানে কি এটার ইফেক্ট এক, দুই বছর পরে পড়বে। মিডেল ইস্টে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না সৌদি আরবিয়ার এইসব জায়গায়। এগুলো ফলে যে চাপটা পড়বে এক দুই বছর পর তখন কি হবে। আমাদের কিন্তু এই প্রবলেম গুলা লং স্ট্যান্ডিং প্রবলেম। এবং আমাদেরকে এর জন্য মধ্যমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি প্ল্যান গুলো আছে কোভিড ১৯থেকে আমাদের বের হওয়ার জন্য এবং এই যে ভূ রাজনৈতিক অস্থিরতা আছে এটা থেকে বাংলাদেশে যাতে নেগেটিভলি এফেক্টেড না হয় এগুলোর দিক থেকে এগুলোর দিক থেকে আমাদের একটু সোশ্যাল হতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার রাকিব আমরা যদি বলি আমাদের অর্থনীতি একটা বড় নির্ভরশীলতার জায়গা হচ্ছে তৈরি পোশাক খাত। একদিকে কোভিড
তার আনসারটেননিটি
অন্যদিকে ভূ- রাজনীতি আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন যে ভূ-রাজনীতিতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন প্রেসারে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। তার প্রভাবটা অর্থনীতিতেও পড়বে। সেই জায়গায় আপনাদের আসলে প্রস্তুতিটা কি রকম?

আব্দুল্লাহ হীল রাকিবঃ ধন্যবাদ আমরা কিছুটা আশাবাদী ২০২০ এবং ২১ এ আমরা বিজনেসটা হারিয়েছি ওটা ২২ এ কিছুটা ব্যাক করবে। এখানে কিছুটা জিওপলিটিক্সের ইফেক্টও আছে যেমন মায়ানমারের যে বিজনেসটা এবং ইন্ডিয়ার এই কোভিডের যে আনসারট্রিনিটিটা সেটার কারণে কিছু বিজনেস আমাদের এখানে আসবে। বাট এখানে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সাপ্লাই চেঞ্জ। আমাদের ইন্টার প্যাটার্ন অফ দ্য বিজনেস ইজ গেটিং ডিফরেন্ট ইন টু ডিফরেন্ট ম্যাগনিচিউট অফ দ্য কোভিড। কোভিডের যে ফাইন বেহাভিয়ার বিকজ অফ কোভিড এটাতে আপনার ১৮ মাস দুই বছর মানুষগুলো বাসায় তাদের যে প্রাক্টিস রয়েছে অনলাইন শপিংয়ের বা ডিফারেন্ট প্যাটার্নে লিডিং একটা স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ একটা এডাপটেশন এ

চলে এসছে। এবং এখানে যে প্যাটার্ন গুলো মানুষ নতুনত্ব পেয়েছে প্রাক্টিসিং ইয়েতে চলে আসবে। সো দেখা গেছে যে আগে রিটেলের যে ফিজিক্যাল প্রেসিদেন্ট অফ দা সপ এটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাবে। আপনার ইন্দিটেক্স যেটা কিনা জারা ওরা গ্লোবাল সবচেয়ে বড় রিটেল গ্রুপ ওরা প্রায় গত বছর কোভিডের পর পর প্রায় ১২০০ সপ বন্ধ করে দিলো। বন্ধ করে এই ইন্টার ইনভেস্টমেন্ট তাদের অনলাইন সেলসএ নিয়ে আসছে। এই যে অনলাইনের অনলাইনে দুটো চ্যানেল একটা হচ্ছে যে ডোমেস্টিক প্রোডাকশনটা ওদের বাড়াতে হবে বিকজ অনলাইনের যে লিড টাইম ড্যাট ইজ ভেরি স্মল। এখন যারা ছোট ছোট এমওকিউ ফোর্ট করতে পারবে সাপোর্ট করতে পারবে তাদের কাছ থেকেই তারা কিনবে। বেশি দিয়ে কিনবে কোন সমস্যা নাই বিকজ অনলাইনের রিটেইল এক্সপেন্স কিন্তু কম। বিকজ একটা রিটেল এস্টাবলিশমেন্টের যে রিটেল এর এডভান্স বা রিটেল এর রেন্টাল বা স্যালারি অফ দা ওয়ার্কার স্টাফ ওগুলো নাই। তো ওরা ওই কনফাসেশনটা ওরা ওইখানে দিয়ে দেয়। সো তাতে করে ওটার ইনকারেসিং একটা নাম্বার বেড়ে গেছে। এবং আরো বেড়ে যাবে। এখন ওরা কি করবে যে দেখেন উই ক্যান বাই এফোর্ড টু বেটার প্রাইজ। অর মোর এক্সপেন্সিভ প্রাইস। এখানে একটা গ্লোবাল চেঞ্জ আসবে বাইং প্যাটার্নে বিকজ দেয়ার উইল বি লট অফ লোকাল প্রোডাকশন কামিং আপ টু সাপোর্ট অল দিস স্মল নাম্বারস গ্লোবালই যে ইউরোপিয়ানরা ইস্ট ইউরোপ থেকে নিবে এবং ইউরোপ থেকেও নিবে। বিকজ উই মার্জিনটা তারা তাদের সাথে শেয়ার করবে এটা আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইডি গার্ডলেস অফ দা প্রাইজ। ওই নাম্বারটা ওই লিমিটেড টাইম এর মধ্যে স্টকিজ ছাড়া আর কেউই দিতে পারবে না। আনলেস কেউ এটাকে প্রিপ্রোডাকশন করে ওখানে রাখতে পারে। সো দিজ আর লাইক ডিফরেন্ট চ্যালেঞ্জেজ কামিং ফর আস বিকজ আমাদের প্রোডাকশন মিথলজিতে আমরা চেঞ্জ সিস্টেম এ বড় বড় নাম্বার কে আমরা ইয়ে করি আমেরিকা বা ইউরোপের বড় রিটেল কোম্পানিগুলোর জন্য আমরা করি। সো রিটেল কোম্পানি গুলো একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জে পড়বে এবং তাদের কে ফলো করে আমাদের সাপ্লাই চেইন আমাদের প্রোডাকশন মিথলজি সবকিছুতেই একটা চেঞ্জ আসবে। তদুপরি কিছুটা তো ফোর্ট ইন্ডাস্ট্রির রেভ্যুলেশনের কারণে অটোমেশনের ইয়েতে এখানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে আমাদের গ্লোবাল ম্যানেজমেন্টের যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার। এখানে আসলে অনেক কাজ করতে হবে এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা যদি সচেতন ভাবে চলতে না পারি তাহলে ইন্ডাস্ট্রি সাফার করবে।

জিল্লুর রহমানঃ জি আমরা একটু বাজেটের দিকে যদি তাকাই কেমন হলো বাজেট এবারকার নানা রকমের প্রতিক্রিয়া আমরা প্রবৃদ্ধির কথাই বলি বরাদ্দের

কথা বলি আকারের কথা বলি সবকিছু নিয়ে একটা এক ধরনের সমালোচনা আছে সামগ্রিকভাবে একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে কি মনে হয়?

পারভেজ করিম আব্বাসীঃ জিল্লুর ভাই ফ্যাক্স এন্ড ফ্রিগোয়েস এতবার দেওয়া হয়েছে বাজেট তো সবই ফ্যাক্স এন্ড ফ্রিগোয়েস এবং ওইটা নিয়ে ওইভাবে মোটাদাগে যাচ্ছি না কিছু কিছু সেক্টর ধরে বলি তাহলে এটা আরো কাজে দেবে। বাজেট এখানে যদি কোভিড সময় বলি বাজেট এখানে সম্প্রসারণটা হয়েছে। এবং সর্বকালের রেকর্ডে প্রত্যেক বছরই কিন্তু বাজেটের মাত্রাটা বাড়ছে। তো এটা ঠিক আছে এটা এমন কিছু না। কিন্তু এখানে যে…

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু সেটা আপনি যদি ৭২ সালের হিসাব ধরেন সেই অর্থে তেমন বাড়ে নাই।

পারভেজ করিম আব্বাসীঃ তেমন বাড়েনি তেমন বাড়েনি কেননা এটা তে আবার রিয়েল আর নমিনা আছে যেখানে তো এখন ওটা যদি আমি ধরি ৬০৩৬৮১ টাকা তো এখানে এটা হচ্ছে এত বড় একটা বাজেট। এরমধ্যে আবার খাত আছে অনেকগুলো। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে ওরা ধরে নিচ্ছে যে এই বাজেটে ঘাটতি হবে তা হচ্ছে ৬% বা ৬.২% জি ডি পি এখানে ধরে নিয়েছে। রেভিনিউ টার্গেট ধরে রেখেছে আপনার অ্যালোকেশন এর জন্য রেখে দিয়েছে ডেভলপমেন্ট এগুলো সব ফ্যাক্স অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্স আছে। এর মধ্যে যেখানে আমাদের চিন্তা করার বিষয় তিন চারটা খুশির খবর হচ্ছে যে ওরা হচ্ছে যে বেসরকারি খাতে সেখানে হচ্ছে যে আপনার অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে যে পরের পরের মাত্রাটা এখানে হচ্ছে যে শুল্ক আমদানি যেটা আছে এটা ওখানে কমিয়ে দিয়েছে। তো এই দুইটা যে ভালো জিনিস এবং এখানে ইনপুট সাবস্টিটিউশনে ওরা এটাকে এক ধরনের প্রণোদনা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এটাও দরকার আছে কেননা আমাদের যদি ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর যদি না পারে তাহলে হচ্ছে গার্মেন্টস থেকে আমাদের ডাইভারসিফাই করার জন্য অন্যান্য সেক্টর গুলো কে আমাদেরকে ওই ইনফেক্টিভিটি দিতে হবে। কিভাবে ট্যাক্স হলিডে ইত্যাদি ইত্যাদি সবই আছে। এগুলো ঠিক আছে এগুলো এগুলো জায়গায় সব ঠিক আছে। তা আমি যদি ২ ৪ টা সেক্টর দড়ি যেমন হচ্ছে স্বাস্থ্য খাত, শিক্ষা খাত, আর এর বাইরে হবে হচ্ছে যে আপনাদের সোশ্যাল চ্যাপলিনের আপনাদের সামাজিক বলয়ের বাইরে যেটা আছে এই তিনটাকে যদি ধরি এবং হচ্ছে কারা বাজেট থেকে বেশি সুবিধা পেল না এই চারটা এই চারটা জিনিস নেই শুধু ধরবো আস্তে আস্তে করে। আপনার স্বাস্থ্য খাতে আমরা দেখছি কি বেশ বড় বাজেট বেড়েছে আগের চেয়ে। ১২% বেড়েছে আগের বছরের তুলনায়। এখন এই বছরে আপনি যে ফিনান্সিয়াল ২০২১ ২০২২ এটা হচ্ছে

৩২ হাজার ৭০০ কোটির মতো এখানে আছে ৩২৭০০ কোটি। দেখে মনে হচ্ছে অনেক বড় বড় বা ছোট না যদি আপনি দেখেন প্রত্যেক বছরই কিন্তু আপনার ফিনান্সিয়াল ইয়ার ২০১১ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ফাইনান্সিয়াল হার ১৪% ঘাটতি বেড়েছে। কিন্তু এবার কিন্তু সেই তুলনায় পারসেন্টেন্স ওয়াইজ কম। ঠিক আছে বাট অ্যামাউন্টটা বেড়েছে। কিন্তু আমাদের অ্যামাউন্ট বললে তো শুধু চলবে না কারণ আগের বছরের যে বরাদ্দ টা সেটা তো শুধু ৫০% মাত্র খরচ করা হয়েছে। এবং আমরা কিন্তু তখন কোভিড এর কিন্তু ধাক্কাটা খাচ্ছি। ধাক্কার ভেতরে ছিলাম। এবং দুই নম্বর হচ্ছে আমরা কি আমরা এখন যেটা করেছি আমাদের এটা এখন কিন্তু সেকেন্ড ব্রিফ চলছে এটা কি আমরা পুরোপুরি ফ্যাক্টরি ইন করেছিলাম? এটাকে যখন আমরা এটা করেছে এইগুলো প্রশ্ন উঠে আসে। হোলে তো গেলেন ভুলে আমরা তো এখানে শুধু বেঁচে যাচ্ছি। এবং তারপর হচ্ছে যে আমরা যদি শুধুমাত্র জিডিপির পারসেন্টেন্স ধরি তারচেয়েও যথেষ্ট কম। আমরা জানি যে আমাদের সমপরিমাণ সীমাবদ্ধতা আছে বাট স্বাস্থ্যখাতের ও তো এখন হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় আরো ইনফরেস্ট্রিটিপ দিতে হবে। একটা হচ্ছে যে আপনার আশার বিপুল বিষয় হচ্ছে আপনার প্রটেকশন পিপিই যেগুলা বলেন মাস্ক যেগুলা বলেন তারপরে ভ্যাকসিনের যে র ম্যাটেরিয়ালস আছে এটার উপর শুল্ক মূল্য উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কো প্রোডাকশনের দিকে যেতে যাচ্ছে। বাট এখানে মূল হচ্ছে যে আপনার ইন্টার্নস হচ্ছে যে আপনার ইনক্লিমেশন এর মধ্যে যে আমি যে বরাদ্দ টা করলাম এটা ঠিক মতো খরচ হচ্ছে না কিন্তু। হাসপাতালে কাজে খরচ বাড়ানো হচ্ছে হাসপাতাল একই লোক যাচ্ছে না কি না? এই জিনিসগুলো হলো যে তারপর আপনার ডাক্তার নার্স হাইপো অক্সিজেন ইত্যাদি ইত্যাদি এই সব জিনিসপত্র তারপর লাইফ সেভিং মেডিসিন ইজিলি এভেলেবেল নাকি? এইগুলোই ইনসিওর করা। সেকেন্ড টাই যায় হচ্ছে শিক্ষা খাত। শিক্ষাখাতে হ্যাঁ সরকার একটা এস্বাসিয়াস প্রোগ্রাম করেছে সেটাকে ধন্যবাদ দিতেই হবে সাধুবাদ দিতে হবে যে অনলাইন প্লাটফর্ম এ সবাইকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে একদিনে এটা হবে না কেননা আমরা এটা জানি যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার কানেক্টিভিটি যেটা অবকাঠামোর উপরে আছে ইলেকট্রিসিটি বলেন ইন্টারনেট বলেন আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। কিন্তু এখনো তো ওই রকম একটা সাপোর্ট নিতে পারে না। এটা তো আমরা জানি কেননা অনলাইন ক্লাসে দেখেছি ছাত্ররা হয়তো বলেছে স্যার নেটের অবস্থা খারাপ এখন হয়তো স্কুলের সবাই দুইটা মোবাইল নিয়ে আসে। এক এক ধরনের এখন সমস্যা আছে। এবং শুধুতো ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা বললে হবে কারণ যেখানে আমাদের এখানে হচ্ছে ১ লাখ ৭১ হাজারের উপরে ১ লাখ ৭২ হাজারের মতো এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আছে। এর মধ্যে যদি আমি ধরি প্রায় ৪ কোটি ছাত্ররা আছে নানা নানান শিক্ষা স্থানে। প্রাথমিক মাধ্যমিক ইত্যাদি ইত্যাদি। এরমধ্যে আপনাকে দুই

তিনটা আমি এখানে বলি যে আমাদের এখানে বাজেটে ১২% এটা করে দেওয়া হয়েছে। এটা কতটুক হয় জিডিপির ২.০৮% টোটাল। এখন এটা যদি আপনি অন্যান্য দেশে দেখেন ভারতের তুলনায় দেখেন আফগানিস্তানের তুলনায় দেখেন নেপালের তুলনায় দেখেন ভুটানের তুলনায় দেখেন এটা কিন্তু যথেষ্ট কম। কেননা আমরা যদি উনি যে বললেন না ফোর্ট ইন্ডাস্ট্রির রেভ্যুলেশন, ফোর্ট ইন্ডাস্ট্রির রেভ্যুলেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট দরকার আছে। তো স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর জন্য কি হচ্ছে আমাদের শিক্ষা খাতেই দিতে হবে। শুধু এই পুঁথিগত শিক্ষা না। পুঁথিগত শিক্ষা টেকনোলজির সাথে ইন্ডাস্ট্রি ফোর্ট ইন্ডাস্ট্রির রেভ্যুলেশন মানে কি? লেটেস্ট যেখানে টেকনোলজি আছে যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে এগুলোর দিকে এখানে করা। কমপ্লিট অন এ গ্লোবাল স্টেট। উনারা কিন্তু এখন সারা দুনিয়ার সাথে সিজি করে। কিন্তু উনারা যে বলছেন যে মিডিলেভেল মেসেজেস আমি বলব যে আপার লেভেলে উনাদের বলছি আপার লেভেলে আমরা কোথা থেকে কোন দেশে আসছি শ্রীলঙ্কা থেকে আনতে হয় বাধ্য হয়ে পাকিস্তান আনতে হয় অন্যান্য দেশ থেকে আনতে হয় টেকনিশিয়ানস আনতে হয়। এখন কমছে কিন্তু আমাদের যে ব্যাকওয়ার্ড সাপ্লাই চেইন যেটা আছে আমাদের পার্সোনালি ওখানে দরকার আছে। টুডে এটা শুধু এই একটা খাতে না মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির যদি দেখেন সব জায়গায় কিন্তু একই রকম কাহিনী। এবং আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট এ ইনভেস্ট করার জন্য একটি না দীর্ঘমেয়াদি প্লান আছে এবং এডুকেশন এর মধ্যে আপনি যদি দেখেন আমাদের এখানে হচ্ছে যে আগের বছর প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার মতো এখানে বরাদ্দ খরচ করা হয়নি। এটা কিন্তু আমি বলছি না যে এটা ইচ্ছা করে করা হয় নাই। একটু কোভিড এর জন্য নয় তো একটু সক্ষমতার অভাব আছে বা হচ্ছে বেটার কোঅর্ডিনেশনের অভাব আছে। এখন এবং আমাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ওই আপনার মাধ্যমিক স্কুল গুলো বলেন বা ইউনিভার্সিটি গুলো বলেন, এখানে কিন্তু অনেক ৩ হাজার ৪ হাজারের মতো স্কুল আছে যারা অনলাইনে এখনো ওভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারে নাই। তো কতদিন পর্যন্ত হবে? সরকারের কিন্তু এখানে অকিবল আছে যে এখানে ছাত্রদের, শিক্ষকদের, স্টাফদের হচ্ছে যে শরীরের ব্যাপারে। সেভাবে ওদের নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু এখানে যেগুলো বেসরকারি স্কুল তাদের কি হবে? তাদেরকে কী ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে? এগুলো তো আমাদের যে প্রাইভেট যেগুলো আছে।

জিল্লুর রহমানঃ বরং এখনতো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরে ১৫% ট্যাক্স।

পারভেজ করিম আব্বাসীঃ এবং এর মধ্যে তো বেসরকারি ইউনিভার্সিটি হাই আছে। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারছিনা কারন এটাতে এটা হাইকোর্টে বোধহয় এটা

সাব জুনিয়রের আন্ডারট্রেড আছে বাট ১৫% এখন আমরা যদি মানুষ গড়ার এখানে যদি আমরা গড়তে চাই তাহলে ১৫% আসলে কি এটা এটা নিয়ে চিন্তা করা যায়। মানে এটা কি সরকার আমি আশা করবো জন্য আবার চিন্তা করেননি। যেখানে এটা একটা। আর লাস্ট বাটন অফ দা লিস্ট আমি যদি এখানে এটা বলি অনলাইন এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম এর মধ্যে তো এটা বলেই দিলাম দারিদ্রতা হার। দারিদ্রতার হার নিয়ে আপনি যে ধরনের ফিগার নেন বাংলাদেশ বিউরো অফ সেটিসিজ, বাংলাদেশ বিউরো অফ সেটিসিজ নিচ্ছি। ২০১৯ সালে ছিলো হচ্ছে প্রায় ২১% ২০.৫। এখন যদি আপনি দেখেন তিন ধরনেরটা আছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে হচ্ছে যে দারিদ্রতার হার হয়ে গেছে ৩০%. আপনার সিপিডি বলছে যে ১ কোটি ৬০ লাখ নতুন করে দারিদ্র হয়েছে। বলা হচ্ছে যে ব্রাকের যেখানে গভর্নেন্স অফ ইনস্টিটিউশন ডেভলপমেন্ট সেটিজ হয়েছে প্রায় আড়াই কোটির মতো। ওইখানের লোক হচ্ছে এখানে নতুনভাবে দারিদ্র হয়েছে। এখন এই যে আমাদের নতুন যে সামাজিক এখানে যে সোশ্যাল স্পানন্ডিংগুলো সোশ্যাল সিকিউরিটি নেটস আছে তাদেরকে কী এর মধ্যে ধরা হচ্ছে? সোশ্যাল সিকিউরিটি নেটস এর মধ্যে সরি সোশ্যাল সিকিউরিটি এলোকেশনের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ হচ্ছে পেনশন সরকারি আমলাদের জন্য বা সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য। তাহলে আমি কতটুকু ওদের জন্য একাউন্ট করেছি। এবং জিল্লুর ভাই যেটা একটা জিনিস না বললেই নাই। নিম্নআয়ের লোকের জন্য সরকার চেষ্টা করছে এবং ম্যাচিংলি যারা হচ্ছে অনট্রপেনারস তাদের জন্য তাদের জন্য সরকার চেষ্টা কেননা ওনাদের জন্য ওদের জন্য যদি আমরা প্রণোদনা না দেই তাহলে উনাদের কর্মসংস্থান তো মধ্যবিত্তদের জন্য কি আছে? মধ্যবিত্তদের জন্য মনে করেন যে যারা হচ্ছে যে যাদের চাকরি হারিয়ে যাচ্ছে যারা বেকার নিচ্ছে আগের তুলনায় আয় কম করছে। তাদেরকে ওরা কিভাবে চলবে?

জিল্লুর রহমানঃ শহরের দরিদ্র যারা।

পারভেজ করিম আব্বাসীঃ আরবান পোর্ট যারা আছে। এবং মনে করেন কে যারা হচ্ছে ঠিক করে বলতেও পারছে না। যে ছেলে মেয়েদের ঠিক করে ২-৩ মাছের ফিস দিতে পারছে না। এরকম কাহিনী বহুৎ আছে তো উনারা আমরা এদিকে কিভাবে করবো? আমাদের দুটো জিনিস দীর্ঘমেয়াদি এটা একদিনে হবে না। আমাদের ম্যানপাওয়ার লাগবে কোর্ট ডিসিশন লাগবে আমাদের রিসোর্স মুবিলাইযেশন লাগবে কিন্তু আমাদের একটা হলো যে ইউনিভার্সেল হেলথ কেয়ার সার্বজনীন স্বাস্থ্যখাত। আপনি গরীব হন মধ্যবিত্ত হন বড়লোক হন একটা ন্যূনতম স্বাস্থ্যখাতের সেবা দরকার। এটা আমার কথা না অনেকেই বলছে এটা। এবং এটা

হচ্ছে যে আমাদের লংটাইম একটা চিন্তা করার আমাদের একটা খুবই দরকারী আছে।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার রাকিব আপনার কাছে আসবো।

আব্দুল্লাহ হীল রাকিবঃ ধন্যবাদ আমরা আসলে আমদানি ইন্ডাস্ট্রিটা ফোকাস করেই বলি। আমাদের যে ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ইন্ডাস্ট্রিকে ফোকাস করি বাস্তবসম্মত একটা বাজেট হয়েছে বলে আমি মনে করি। যদিও বেশ কিছু না পাওয়ার ইয়ে থাকে কিন্তু আমি মনে করি যে এটা ইন্ডাস্ট্রি ফোকাস করার মত একটা বাজেট যেটার স্টাজিটি আমাদের হেল্প করবে। যেমন এখানে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট প্রোডাকশন ক্যাপাচিটি বিল্ডারদের জন্য একটা টেক্স বেনিফিট দেওয়া হয়েছে তাতে করে ইন্টারন্যাশনাল এবং লোকালই যে আপনার এই প্রোডাকশন ইকুইপমেন্ট গুলোর যে একটা ক্যাপাসিটি বিল্ড বা প্রডাক্ট ডাইভেনসিফিকেশনের একটা স্কোপ ক্রিয়েশন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা প্রাইভেট লেভেলেও হচ্ছে গভমেন্ট লেভেলে প্রাইভেসি দিয়ে বা যেখানে এটা একটা ট্যাক্স হলিডে বা একটা ট্যাক্সের সাপোর্ট ইমপোর্ট এর উপরে হবে। এটা কিন্তু একটা স্পেশালাইজড ইন্ডাস্ট্রি এবং এই স্পেশাল টেক্সটাইলের ইন্ডাস্ট্রি সাইজটা অ্যাবাউট ২০০ বিলিয়ন ডলার গ্লোবাদি। সো ইফ ইউ ক্যান ফোকাস এই যে একটু আগে বললাম যে কোভিড আসোলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের জন্য অপরচুনিটি ওপেন করে দিয়েছে। বিকজ যখন ক্রাইসিস হলো গত বছর তখন আমেরিকান এম্বাসি বলেন বিভিন্ন ডিপ্লোমেটরাও সোর্স করছিলো যে আদার দেন চায়না কোন সোর্স থেকে এই পিপি গুলো পাওয়া যায়। তখন কিন্তু আমাদের এই কিছু ফ্যাক্টরি মালিক রিজিলিয়ান্ট অ্যাটিটিউড দেখিয়ে বেশ কিছু স্যাম্পল সাবমিট করেছে। ডিজি ড্রাগস বলেন ডিপ্লোমেটিক জোন গুলো বলেন এন্ড কোইন্সিডেন্টলি বেশ কিছু ভালো কাজ হয়েছে। এবং এই স্যাম্পল গুলোই এখন ইম্প্রভ একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে চলে গেছে। আমাদের বেশকিছু ম্যানুফ্যাকচারার এক পিপি এক্সপোর্ট করছেন। এবং এই মার্কেটের উপরে যথেষ্ট স্টাডি চলছে গভমেন্ট লেভেল থেকে ইন্টার্নেশনাল লেভেল থেকে প্রাইভেট ইনস্টিটিউট সি আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো থেকেও আমরা এখন মাস্ট প্রোডাকশন করছি। শর্ট ওভার ওয়াল গাউন প্রোডাকশন করছি। এটা আমাদের জন্য একটা নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন করছি। এখন গভমেন্ট এই বাজেটে আমাদের যে সাপোর্ট টা দিয়েছে সেটার জন্য আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই। এবং একসাথে বেশ কিছু পয়েন্ট আমি রেইজ করতে চাই যে আমরা মনে করি যে এই যে পোশাক শিল্পের যে আপকামিং চ্যালেঞ্জ সেটাকে হেল্প করবে। সেটা হচ্ছে যে আমরা শিক্ষাখাতে আরেকটু বাজেট আনা দরকার বিকজ এই চার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশনে এখানে যে মিডলেভেল

ম্যানেজমেন্টের ক্যাপাচিটি ইনহ্যান্সমেন্ট প্লাস দেখা যাচ্ছে যে স্কিল গ্যাপ স্টাডি করে স্কিলের যে কারণ লেবার কস্ট বাড়বেই। আমরা যখন মিডিল ইনকাম কান্ট্রি হচ্ছি আমাদের লিভিং স্ট্যান্ডার্ডের প্যারামিটার সে গুলোকে সব ইনডেক্স গুলোকে এচিভ করতে হলে আমাদেরকে এই স্কেচ আফ হতে হবে। এখন তাহলে আপনি ইন্ডাস্ট্রিটা সাসটেইনেবল কিভাবে করবেন? কস্ট অফ অপারেশন যখন বেড়ে যাবে যখন ইফিসিয়েন্সি না বাড়ে তখন আল্টিমেটলি কারণ গ্লোবাল যে প্রাইসিং সেটার সাথে কন্টাক করে আপনি বিজনেসই নিতে পারবেন না। সো হাউ ডু উই ডু দ্যাট বাই ইনক্রিজিং ইফিসিয়েন্সি অফ দা ওয়ার্কার দা ম্যারিড ম্যানেজমেন্ট টপ লেভেল মিড লেভেল এন্ড অফকোর্স হ্যাভ ইন লিন মানেজমেন্ট ইনিশিয়ালি এখন লিন মানেজমেন্টটা কি? এখন লিন মানেজমেন্ট এই যে অপচয় কমানো বা প্রত্যেকটা সেক্টরে এইযে ম্যানেজমেন্ট লেভেল বলি আর অপচয় বলি গ্যাপ করে ট্রেন করে একটা লেভেলে নিয়ে আসা এক্সিস্টিং অপারেটরকে নেট করে নিয়ে আসা এটার জন্য প্রচুর ট্রেনিং দরকার। ইটস নট অ্যাবাউট গিভিং দেম এ সার্টিফিকেট টস অ্যাবাউট গিভিং দেম দ্য স্কিল হুইচ উইল গেভ দেম দা ফোকাস স্ট্যাটাসটি প্রডিউস মোর সো অফিশিন্টলি রিডিউসিং ক্রপস সো এখানে আসলে একটা মেসেজ ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে ওই গতানুগতিক শিক্ষা বা স্কুল বাড়ি এটার কোন ইয়া হবে না। ইন্ডাস্ট্রির নিয়েট যেটা একটু আগে ভাই বললেন যে আমাদের এখানে অনেক এক্সপার্টিজ আছে যারা অনেক ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা টার্কি ইউকে থেকে আসে এখানে আমরা এর আগেও শুনেছি ৪-৫ বিলিয়ন ডলারের একটা ইন্ডাস্ট্রি এখানে আছে এখন এই যে গ্যাপ এই গ্যাপটা যদি আমরা এখানে এনালাইসিস করি। এই ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকাডেমি অফ পার্টনারশিপের মাধ্যমে এই ইন্ডাস্ট্রিতে এই ফরেন এক্সপার্টিজগুলা রয়েছে। এদেরকে নিয়ে যদি গভমেন্ট একটা মেসিব ওয়র্কফ্লও প্লান করতে পারে যে তুমি পাঁচ বছর এখানে থাকবে তোমাকে পাঁচ বছরের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ক পারমিট দাওয়া হয়েছে এই পাঁচ বছরের মধ্যে আমার লোকাল এক্সপার্টিজ তুমি কি যে ভালো করেছো এটার একটা ফিজিক্যাল ওর ইনস্টিটিউশন মনিটরিং যদি থাকে সে ক্ষেত্রে দুই পক্ষই বেনিফিটেড হবে। মানুষ এখন অনেক হেলথ কনসাস হয়ে যাচ্ছে সো দেয়ার উইল বি লট মোর দেন আওয়ার একচুয়ালি লট মোর ডিমান্ড অফ হেলথ অল দোস জিম অর স্পরস ওয়ার আউটডোর যেটাকে এটলেশিয়ার বলে। অ্যাথলেটিক লেসার যে যে যে আউটফিডটা পড়ে সে অফিসে যেতে পারে আবার জিমেও যেতে পারে। বা সে যাওয়ার সময় একটু হেটে গেলো বা এক্সারসাইজ করলো সো দ্যাট কাইন্ড অফ ফিটনেস ইকুপমেন্টস অর ফিটনেস ক্লোনিংস উইল হ্যাভ লট মোর ডিমান্ডস। এটা ম্যানমেড ফাইবারের ম্যানমেড ফাইবারকে এবারের বাজেটে আমরা যেটা প্রস্তাব রেখেছিলাম যে ম্যানমেড ফাইবারের ফাইবার এর

উপরে গভমেন্ট একটা যাতে এডিশনাল ইন্সেন্টিভ দেয়। সো দ্যাট এখানকার ইনভেস্টমেন্টটা বাড়বে স্লোলি এখানটায় আরো ফ্যাক্টরি হবে এবং গ্লোবাল ডিমান্ড এর সাথে এই সাপ্লাইটা ব্যালেন্স হবে। বিকজ আমি গ্লোবাল মার্কেট পজিশনিং কটনের যখন রিডিউস ৩০% এ চলে আসছি তখন আমাদের টোটাল ক্যাপাচিটি হচ্ছে এই ৩০% ফোকাস। তো এটাকে ব্যালেন্স করতে হলে আমাদের একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ব্যালেন্স দরকার। গভমেন্টের পার্টনারশিপে বড় বড় পলিয়েস্টার ইন্ডাস্ট্রি করা দরকার। যেটা কিনা আমাদেরকে নন কটন স্ট্রেন বলে দেবে গ্লোবালই। এন্ড অফকোর্স সাপ্লাই চেনএ একটা স্ট্রেইন্ট এইটা এখানকার যে ইনভেস্টমেন্টগুলো ম্যাসিফ হ্যা আপনি যদি আমাদের ক্লোজেস কমপিটিশন চায়নার সাথে কম্পেয়ার করেন, চায়নাতে করপোরেশনগুলো বড় বড় ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ গুলোকে সাপোর্ট করে কর্পোরেশন এন্ড ফাইন্যান্স বাই গভারমেন্ট বলে। এখন দেখা গেছে যে আমাদের একটা ডাইং ইউনিট ২৫ টন বা ৪০ টন। এখানে যদি আপনি চায়নাতে যান তাহলে একটা ডাইংইউনিট অপারেশনটাকে সাসটেইনেবল করার জন্য দে হ্যাভ ক্যাপাসিটি বিল্ড বাই গভারমেন্ট। দেখা গেছে ৮০০ টনের ক্যাপাচিটি ফ্যাক্টরি আছে সো পর যে অপারেটিং কোস্ট ওর যে পার কিলো আর্ন প্রোডাকশন করার যে কষ্ট আমার চেয়ে অনেক কম। বিকজ অফ দা বাউক অফ অল। সো এই যে একটা কন্সিস্তেন্ট সাপোর্ট এটা পলিসি দিয়ে বলি এটা পার্সের ক্যাপাচিটি দিয়ে বলি চাইনিজ গভারমেন্ট কিন্তু চাইনিজ এন্ট্রাপ্রেনারদেরকে দিচ্ছে। এটা যদি আমরা পাই তাহলে গ্লোবাল মার্কেটে যে অপরচুনিটিটা হচ্ছে বিকজ অফ কোভিড দ্যাট উইল বি সাপোর্টেড সো বাজেটে এই জিনিসটা আমরা রেখে দিবো।

জিল্লুর রহমানঃ আমরা আমরা একটু শেষ করেছেন? শেষ প্রান্তে চলে এসছি সো কংক্রট করবার জন্য ২ মিনিট সময়।

পারভেজ করিম আব্বাসীঃ বাজেটের উপরে?

জিল্লুর রহমানঃ সব মিলিয়ে আর কি?

পারভেজ করিম আব্বাসীঃ এখন আমাদের ধরে এখন আমাদের যেটা ফ্যাক্টরি করতে হবে যে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী মধ্যমেয়াদির দীর্ঘমেয়াদী কোভিড যতদিন আছে সরকার সাপোর্ট দিচ্ছে। দিতে থাকবে কিন্তু কোভিড কতদিন থাকবে আমরা জানি না। সো প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে যে হেলথকেয়ারিং ইমারজেন্সি হেলথকেয়ারিং সেখানে এখানে ইনভেস্ট করণ। এবং হচ্ছে সে হচ্ছে আমাদের ভ্যাকসিনের যেটা হচ্ছে যেটাকে হচ্ছে কো প্রোডাকশন করে হোক সরকার চেষ্টা করছে প্রোডাকশন

করে হোক সরকার চেষ্টা করছে। সব ইচ্ছা আছে। পরিষেবা রেখার হয়তো ভাগ্য হতে স্বাদ নাই। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ইমিউনিটি টা ইমুনাইজেশনটা বাড়ানো। এবং দুই নাম্বার হচ্ছে আমাদের সামনে ভূ রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে কিরকম আপনার নেগেটিভ ইফেক্ট আসে এটার জন্য আমাদেরকে সতর্ক থাকা এবং দুই এবং কত তাড়াতাড়ি বিশ্ববাজারে অর্থনীতি চাঙ্গা হয় এইটার উপরে আমাদের রাখা। কেননা এক বছরের মধ্যেই যে বিশ্ব অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে যাবে এটা আমরা বলতে পারছিনা। দুই বছরের মতো বলতে পারছি। সো আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিটাই আমাদের বিনিয়োগটা বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে আয় আর সংস্থানটা আয়-সংস্থান বাড়াতে হবে। রপ্তানি রপ্তানি জায়গায় নিশ্চয়ই কিন্তু আমাদের দেশের ১৭ কোটি বিশাল বাজার যে এটা। এখানে আরো হচ্ছে যে আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রিজ ক্রিয়েট করতে হবে। এবং এই জন্য আমাদের যে লোকাল আইটি ইন্ডাস্ট্রি তে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে এটা সঠিক রাস্তায় যাচ্ছে। এবং এগ্রো-প্রসেসিং যে প্রোডাক্ট দেওয়া হচ্ছে এরকম ইন্ডাস্ট্রি আরো খুঁজে আমাদের সাপোর্ট করতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার আব্দুল্লাহ অল্প কিছু সময়।

আব্দুল্লাহ হীল রাকিবঃ আমি মনে করি যে আমাদের কোভিডের যে বর্তমান চলমান সিচুয়েশন এবং সামনের দিকে যা আসছে সেটাকে সাপোর্ট করতে গভমেন্ট যতটুকু সাপোর্ট দিয়েছে এটাকে কন্টিনিউ রাখতে হবে বিশেষ করে ছোট এবং মাঝারি ফ্যাক্টরি গুলোর এফোর্টিবিলিটি কম। এদের জন্য গভমেন্ট গত বছর যে প্রণোদনা দিয়েছে এটা আসলে আমরা ১৮ মাসে ফেরত দেওয়ার কথা। বাট এখন আমরা দেখছি যে আসলে কোভিডটা কমপ্লিটলি আনসার্টেন রয়ে গেছে। এখন আমরা অলরেডি গতবছর লস করেছি এবং এ বছরও করছি। এখন এমন অবস্থায় আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো যে আমরা চালাতে পারছি এটাই বেশি। আমাদের প্রথম রিকোয়েস্ট হলো গভমেন্ট এর কাছে এই প্রণোদনার টাইম টা আরেকটু বাড়িয়ে দেওয়া। সো দ্যাট ছোট এবং মাঝারি ফ্যাক্টরিগুলো বেঁচে থাকতে পারে এই মুহূর্তে বেঁচে থাকাটাই আসলে মূল ফ্যাক্টরিগুলো তার ওয়ার্কার দের সেলারি দেয়া এবং ফ্যাক্টরিটাকে কোনোভাবে টিকিয়ে রাখা। বিকজ এখানে যে অর্ডার এর ঘাটতি আছে তাতে করে অপারেশনাল লস কিন্তু টানতে হচ্ছে। এখন সবাই সবার মত করে চেষ্টা করছে গভমেন্ট যদি এগিয়ে আসে এবং স্বল্প এবং ছোট এবং মাঝারি সাইজের ফ্যাক্টরি গুলোকে যদি স্পেশাল একটা ইন্সেন্টিভ আবার ২ বছরের জন্য বা ৩ বছরের জন্য ডিক্লেয়ার করে আন্টিল টোটাল রিজামশন অফ দ্য ইকোনোমি দ্যাট উইল বি এ অ্যাপ্রিসিয়েটেবল একই সাথে আমরা মনে করি যে গভমেন্ট এর যে ননওয়েজ বেনিফিট, সে দেখা গেছে যে পেরোল ওকে একটা ফ্যাক্টরি তার

পেরোল ব্যাংকের থেকে দেখা গেছে যে রেসনিং অনেক ফ্যাক্টরির যে সারাউন্ডিং আর যদি ইকুয়েল সাপোর্ট গুলো সাবসিটাইজ রেটে একটা রেশন দেওয়া যায় এটা শুধুমাত্র গার্মেন্টসের ইয়ে না আমি এটা মনে করে যে ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি সবাই সাফার করছে। বিকজ এ কমিটির কারণে ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রিগুলো সাফার করছে। অফকোর্স আমাদের গভমেন্ট অলরেডি পেরিফেরি গুলোতে বা ভিলেজ এরিয়া গুলোতে রেশনিং এর ব্যবস্থা করেছেন। বাট এখানেও কিন্তু শহরে ভাসমান প্রচুর কর্মী বা ওয়ার্কার রয়েছে যারা আসলে এই সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত। যেমন আপনি যদি আজকে প্রপার্টিবল এলিভেশনের ইন্ডেক্সগুলো ফলো করেন সেগুলো কিন্তু ড্রপ করেছে। সো এগুলোকে তুলে ধরতে হলে গভমেন্ট কে এই আইসিইউ সাপোর্টটা আরো এক্সটেন্ড করতে হবে সো দ্যাট এরা বাঁচলে আবার ইকোনোমি চাঙ্গা হবে।

জিল্লুর রহমানঃ অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার পারভেজ করিম আব্বাসী এবং মিস্টার আব্দুল্লাহ হীল রাকিব। দর্শক কথা হচ্ছিল অর্থনীতি কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে কোভিড পরিস্থিতি এক ধরনের চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে আমার অতিথিরা তাই বলছিলেন এবং কোভিড পরিস্থিতি কথা বলি কিংবা ভ্যাকসিন আলোচনা কথা বলি বৈদেশিক সম্পর্কের কথা বলি, অভ্যন্তরীণ শিল্পের কথা বলি একক নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। এবং ভূ রাজনৈতিক চাপের প্রভাব অর্থনীতিতে পড়তে শুরু করেছে এবং সেটি করবে সেটি আমাদের মাথায় রাখা দরকার। এবং আমার অতীতের বলছেন যে সমস্ত কিছু মিলিয়ে আনসারটেননিটিতে আমাদের স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ তো অবশ্যই নিতে হবে কিন্তু মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো করা খুবই জরুরী। ব্যয় সক্ষমতা এবং গুণগত মান অনেক ক্ষেত্রে নিম্নগামী। এটি বাড়াবার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক পার্টনারশিপের উপর জোর দেয়া দরকার। শিক্ষা স্বাস্থ্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং সেইসঙ্গে টেকনিক্যাল এডুকেশন বা কর্মমুখী শিক্ষার দিকে নজর দিতে হবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।